ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 149 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩০৫ ● কলকাতা ● ২৭ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১৪ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হরিয়ানা থেকে উদ্ধার উমরের সেই লাল গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে গাড়ি বোমা উড়িয়েছিল উমর উর নবি। সোমবার সন্ধেয় বিস্ফোরণস্থলে তাকে একটি ঘাতক i20 গাড়িতে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। বিস্ফোরণস্থলে মৃতদের ডিএনএ পরীক্ষার পর তদন্তকারীরা নিশ্চিত হয়েছেন গাড়িতে থাকা যুবক ডা উমর উর নবি। তাকেই লালকেল্লায় বিস্ফোরণের মূল পান্ডা বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। জানা যাচ্ছে দিল্লি বিস্ফোরণের পর লাল ওই গাড়িটিকে দিল্লি থেকে হরিয়ানায় নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়িটি উদ্ধারের সময় বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করেও সেটিকে হেফাজতে নেওয়া হয়। ফাহিমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে তার বাড়ির কাছেই কে ওই গাড়িটি পার্ক করে রেখেছিল। তবে এটি এখনও স্পষ্ট নয়, যে ফাহিমই গাড়িটি তার গ্রামে এনেছিল। এনিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জানা যাচ্ছে গাড়িটি পরীক্ষা করলে অনেককিছুই জানা যেতে পারে।

তদন্তরাকীদের ধারনা ফাহিমের বক্তব্য অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 112

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

একদিন সকালে গুরুদেব নিজের হিমালয় প্রবাসের কথা বলা শুরু করেন এবং বলেন, "হিমালয় পর্বতশৃঙ্খলার কাছে ছোট ছোট গোষ্ঠী, ছোট ছোট গ্রাম আছে। সেখানে নিজের শরীরের অসুস্থতা ঠিক করার জন্য লোক পৃথ্বীতত্ত্বের ব্যবহার করে। যখন আমাদের শরীরে বিজাতীয় তত্ত্ব বেড়ে যায়, তখন শরীরের রোগ হয়। এইজন্য দরকার আমাদের পেট সাফ থাকা। দরকার হল- আমাদের চিত্ত যেন পরিষ্কার থাকে যাতে নোংরা, খারাপ, নেতিবাচক (নেগেটিভ) বিচার আমাদের না আসে এবং নেতিবাচক বিচার থেকে রোগও না আসে।

ক্রমশঃ

দিল্লি বিস্ফোরণে মৃত মহসিন, শেষকৃত্য করতে দিলেন না স্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লিতে বোমা বিস্ফোরণের পর পেরিয়ে গিয়েছে বেশ কিছুদিন। সোমবারের বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ৩২ বছরের মহসিনের। শেষকৃত্যের স্থান নিয়ে মা এবং স্ত্রীর টানাপড়েনে দেহ আটকে থাকল পাঁচ ঘণ্টা। অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে মিটল সমস্যা।গত সোমবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে লালকেল্লা। এখনও পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। এই ঘটনাকে ইতিমধ্যে জঙ্গি হামলার তকমা দিয়েছে কেন্দ্র। বুধবার ভুটান থেকে ফিরে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দিল্লি বিস্ফোরণকে জঙ্গি হামলার তকমা দেওয়া হবে। বৈঠকের পরে ক্যাবিনেট যে বিবৃতি পেশ করেছে সেখানে স্পষ্ট বলা হয়, লালকেল্লার সামনে গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দেশদ্রোহীরা। জঘন্য জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দার পাশাপাশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি চালিয়ে যাবে ভারত।জানা গিয়েছে, সোমবারের বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ৩২ বছরের মহসিনের।তাঁর বাড়ি মিরাটে। কর্মসূত্রে পরিবার নিয়ে তিনি থাকতেন দিল্লির জামা মসজিদের কাছে। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় সুলতানা নামের এক মহিলার। সুলাতানার বাড়িও মিরাটে। কিন্তু তাঁর পরিবার থাকে দিল্লিতে জামা মসজিদের কাছে, যেখানে থাকতেন মহসিন।

দিল্লিতে ই-রিক্সা চালাতেন মহসিন। ঘটনার দিন সকালে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরে সুলতানার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাঁর। সন্ধ্যেবেলা বিস্ফোরণের পরে সুলতানার ভাই এবং দেওর ফোন করে তাঁকে বিস্ফোরণে খবর দেন। প্রায় মাঝ রাতে পুলিশ জানায় মৃতদের মধ্যে রয়েছে মহসিনের নাম। তাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখে শনাক্ত করা হয় তাঁকে। শহরের একটি হাসপাতালে বেওয়ারিশ অবস্থায় পড়ে ছিল তাঁর দেহ।

কেউ মহসিনের মৃতদেহের খোঁজ না নেওয়ায় পরেরদিন সকালে মিরাটের ইসলামনগর এলাকায় তাঁর বাড়িতে দেহ পাঠিয়ে দেয় পুলিশ। পুলিশ ধরেই নেয় মিরাটেই হবে তাঁর শেষ কৃত্য। যদিও, পরিবারের সকলের যে তেমন ইচ্ছা নয় তা বোঝা যায় এরপরেই। পরিবারের ইচ্ছা অনুযায়ী শুরু হয়ে যায় মহসিনের শেষকৃত্যের প্রক্রিয়া। বাড়ি থেকে শেষযাত্রা শুরু হওয়ার ঠিক পরেই দিল্লি থেকে সেখানে পৌঁছান সুলাতানা। দেহ আটকে মহসিনের মায়ের সামনে সটান নিজের আঁচল পেতে দিয়ে বলেন, ‘ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে দিন’।

নিহতের পরিবারের ইচ্ছা ছিল যেখানে মহসিন বড় হয়েছেন সেখানেই হবে তাঁর শেষকৃত্য। সুলতানার দাবি, নিজের পরিবারকে ভাল রাখার জন্য, বাচ্চাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য দিল্লিতে কাজ করতেন মহসিন। সেই শহরেরই নিজের ভালো ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। তাই দিল্লিতেই তাঁর শেষকৃত্য হওয়া উচিত। এই টানাপড়েনে পেরিয়ে যায় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবশেষে সমাধান হয় সমস্যার। সুলাতানার দাবি মেনে নেন মহসিনের মা সনজিদা। মহসিনের দেহ দিল্লিতে ফেরানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। সুলাতানা, সনজিদা এবং সুলাতানাদ ভাই সলমান রওনা হন দিল্লির উদ্দেশে। রাজধানীতে তাঁর শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করে পুলিশ।

দু’বছর আগে পরিবার নিয়ে দিল্লিতে আসেন মহসিন। জামা মসজিদ এলাকায় থাকতেন তিনি। স্থানীয় মানুষের দাবি, অত্যন্ত কর্মঠ এবং ভরসাযোগ্য মানুষ ছিলেন মহসিন।

মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করল হাই কোর্ট,

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করল কলকাতা হাই কোর্ট। দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুযায়ী কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়কের পদ খারিজের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। একই সঙ্গে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত খারিজ করেছে কলকাতা হাই কোর্ট। এই রায়ের পর শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লিখলেন, 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত'।মুকুলের এই ঘর ওয়াপসির পরই তাঁর

বিধায়কপদ খারিজের দাবিতে স্পিকারের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। যদিও বিধানসভায় মুকুলের আইনজীবীরা বরাবরই দাবি করে এসেছেন, তিনি বিজেপির বিধায়ক। কখনও দলবদল করেননি। এর মধ্যে আবার শাসকদলে বদান্যতায় PAC'র চেয়ারম্যান পদও যায় মুকুলের হাতেই। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও আবেদন করে বিজেপি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বিজেপির সব অভিযোগ খারিজ করে মুকুলের বিধায়ক পদ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্পিকার। মামলা দায়ের করেন শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির অম্বিকা রায়। সেই মামলা এতদিন বিচারাধীন ছিল। আজ, বৃহস্পতিবার সেই মামলায় মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজের নির্দেশ আদালতের। আইনজীবী মহলের ব্যাখা, হাই কোর্টের নির্দেশে কোনও বিধায়কের পদ যাওয়া কার্যত নজিরবিহীন ঘটনা।এক সংবাদ মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারী

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

হরিয়ানা থেকে উদ্ধার উমরের সেই লাল গাড়ি

করেই কিছু মিসিং লিঙ্কের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। গাড়িটি ফাহিমের হাতে আসার আগে সেটি কোথায় ছিল তা বোঝা যাবে। উমর নিজের গাড়িটি আড়াল করা জন্য সে আগেই গাড়িটি ফাহিমের হাতে আসার আগে সেটি কোথায় ছিল তা বোঝা যাবে। উমর নিজের গাড়িটি আড়াল করা জন্য সে আগেই গাড়িটি ফাহিমের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল কিনা তাও বোঝা যাবে।কিন্তু প্রশ্ন ছিল উমরের লাল রঙের ইকো স্পোর্টস গাড়িটি কোথায়? তাতে কি ভরা রয়েছে আরও বিস্ফোরক?

মোবাইল টাওয়াল লোকেশন, টোলপ্লাজার সিসিটিভি ফুটে ইত্যাদি দেখে লাল গাড়িটির সন্ধান পাওয়া যায় হরিয়ানার খান্ডওয়ালি গ্রামে। ওই ঘটনায় আটক করা হয়েছে ওমরের আত্মীয় ফাহিমকে। গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন দিল্লির রাজৌরি গার্ডেন এলাকার। রেজিস্ট্রেশনের সময় ভুয়ো ঠিকানা দেয় উমর।

বুধবার হরিয়ানার খাণ্ডওয়ালি গ্রাম থেকে গাড়িটি উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। সেটিতে বিস্ফোরক রয়েছে সন্দেহ করে গাড়িটিকে প্রায় ৪০০ পুলিস দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। আসপাশের মানুষজনকে সরিয়ে দেওয়া হয়। গাড়িটি পাওয়া যা ফাহিমের বাড়ির কাছেই। তদন্তে উঠে এসেছে ফাহিমের সঙ্গে ছিল অন্য এক তরুণ ও এক মহিলা। তারাই গাড়িটি গ্রামে এনেছিল। ফাহিমের সঙ্গে ছিল তার শ্যালক। তার বাড়ি আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই ধৌজ গ্রামে। তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ডাক্তারের পরিচয় ছিল।

দিল্লিতে ফের বিস্ফোরণ, ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লিতে ফের বিস্ফোরণ। লালকেল্লা চত্বরের পর এবার মহিপালপুর। মহিপালপুরের এক হোটেলের সামনে বিস্ফোরণ। সকাল ৯:১৮ মিনিটে দমকলের কাছে ফোন যায়। ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। মহিপালপুরের র‍্যাডিসন হোটেলের সামনে বিস্ফোরণ ঘটে। দিল্লি পুলিশের একটি দল ইতিমধ্যেই বিস্ফোরণস্থলে পৌঁছেছে।তদন্তকারীদের মতে, মূল পরিকল্পনা ছিল এই বছরের অগস্টে হামলা চালানো। কিন্তু বেশ কিছু কারণে তা সম্ভব হয়নি। বদলে বেছে নেওয়া হয় অন্য একটি তারিখ। ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বার্ষিকী, তাই ওই দিনটিকেই বেছে নেওয়া হয়। ৬ ডিসেম্বর দিল্লির ছয়টি স্থানে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল সন্ত্রাসীদের।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার ভুটান সফরের সময়ই জানান অপরাধীদের ছাড়া হবে না। শিকড় পর্যন্ত গিয়ে সন্ত্রাস নির্মূল করা হবে।ছুটে

গিয়েছেন দিল্লি পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

বৃহস্পতিবার সকালে আচমকা বিকট শব্দে আত্যঙ্কিত হয়ে পরেন এলাকাবাসী। সোমবারের ঘটনার পর এমনিতেই মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। সূত্রের খবর, তেমন সন্দেহজনক কিছু মেলেনি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক, উদ্বেগের কোনও কারণ নেই বলেই খবর। তবু সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোমবার ১০ নভেম্বর দিল্লির লাল কেল্লার কাছে আত্মঘাতী হামলা হয়। বিস্ফোরণের জেরে লাল কেল্লার কাছে ১২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যক্সায়। গুরুতর জখম হন ৩০ জন। পুলিশ সূত্রে খবর, বিস্ফোরণ হওয়ার আগে লালকেল্লার সামনেই I 20 গাড়িটি তিন ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই গাড়িতে ছিল পুলওয়ামার বাসিন্দা পেশায় চিকিৎসক উমর নবি। সেই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণটি ৬.৫২ নাগাদ ঘটে। বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়ির মালিককে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। দেড় বছর আগে i-20 গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিলেন তিনি। এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে জৈশ-ই-মহম্মদের যোগ পাওয়া যাচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

রেল বাণিজ্য সংযোগ জোরদার করতে ভারত ও নেপালের মধ্যে চুক্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল এবং নেপালের শিল্প, বাণিজ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী অনিল কুমার সিনহার মধ্যে নতুন দিল্লিতে আজ এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এই বৈঠকে ট্রানজিট চুক্তির প্রটোকল সংশোধন করে দুই দেশ বিনিময় পত্রের (লেটার অফ এক্সচেঞ্জ) আদান-প্রদান করেছে। এরফলে, ব্যাপকতর সংজ্ঞার আওতায় ভারতের যোগবাণী এবং নেপালের বিরাটনগরের মধ্যে রেলে পণ্য পরিবহণ সহজতর হবে। কলকাতা-যোগবাণী, কলকাতা-নৌতনওয়া (সুনাউলি) এবং বিশাখাপত্তনম-নৌতনওয়া (সুনাউলি)-র মতো প্রধান ট্রানজিট করিডরগুলি এর আওতায় আসবে। এতে দু'দেশের মধ্যে এবং নেপালের সঙ্গে তৃতীয় দেশের বহুমুখী বাণিজ্য সংযোগ জোরদার হবে।

এই বিনিময় পত্রের সুবাদে যোগবাণী ও বিরাটনগরের মধ্যে সরাসরি রেল সংযোগ স্থাপিত হবে। কলকাতা ও বিশাখাপত্তম বন্দর থেকে নেপালের বিরাটনগরের কাছে মোরাং জেলায় নেপাল কাস্টমস ইয়ার্ড কার্গো স্টেশনে পণ্য সহজেই পৌঁছে দেওয়া যাবে। ভারত সরকারের সহায়তায় এই রেল সংযোগ গড়ে তোলা হয়েছে। ২০২৩ সালের ১ জুন ভারত ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে এর উদ্বোধন করেছিলেন।

বৈঠকে সংযুক্ত সীমান্ত চৌকি ও অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণ সহ আন্তঃসীমান্ত সংযোগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির দ্বিপাক্ষিক প্রয়াসকে স্বাগত জানানো হয়। ভারত নেপালের বৃহত্তম বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদার, নেপালের বৈদেশিক বাণিজ্যের সিংহভাগই হয় ভারতের সঙ্গে। এইসব নতুন উদ্যোগ দু'দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংযোগকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

বাংলার পরিচিত রেড়ির বীজেই লুকিয়ে ঘাতক

বাঙালির অতি পরিচিত রেড়ির তেলই কিনা এখন রাসায়নিক অস্ত্র! গুজরাটে তিন আইএস জঙ্গি গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই আলোচনায় উঠে এসেছে রাইসিন। জানা গিয়েছে, রাইসিন নামে এক বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করে কার্যত গণহত্যার ছক কষছিল ওই তিন জঙ্গি। তার জন্য একাধিক জনবহুল এলাকা রেকি করেছিল তারা।এই রাইসিন মানবদেহের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। এখনও পর্যন্ত রাইসিনের কোনও অ্যান্টিডোট মেলেনি। মূলত ত্বকের মাধ্যমে এবং শ্বাসের মাধ্যমে এই রাইসিন মানবদেহে প্রবেশ করে। খাবারের সঙ্গে মিশেও রাইসিন ঢুকতে পারে মানবদেহে। একবার রাইসিন ঢুকলে দেহের কোষগুলিতে প্রোটিন সিনথেসিস বন্ধ হয়ে যায়। তার জেরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যদিও রাইসিন দিয়ে বিষ তৈরি করে নাশকতার ঘটনা খুবই বিরল। ১৯৭৮ সালে বুলগেরিয়ার সাংবাদিক গোর্গি মারকভের খুনের ঘটনায় ব্যবহার হয়েছিল রাইসিন।ধৃতদের মধ্যে একজন এমবিবিএস ডিগ্রিধারী।

রবিবার গুজরাট এটিএস গ্রেপ্তার করে আইএস যোগ থাকা তিনজনকে। ধৃতদের মধ্যে একজন আহমেদ মহিয়াউদ্দিন সাইয়েদ। হায়দরাবাদের বাসিন্দা আহমেদ চিন থেকে ডাক্তারি পাশ করেছে। মূলত সেই রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির মূল পাণ্ডা। রাইসিন ব্যবহার করে রাইজিন নামে এক বিষাক্ত পদার্থ তৈরির পরিকল্পনা ছিল তার। সেই রাসায়নিক অস্ত্রের কিছু অংশ গুজরাটের এক পরিত্যক্ত রাখা রয়েছে বলেও দাবি করেছে সে। আপাতত সেই দাবি খতিয়ে দেখছে এটিএস।

তারপরেই চর্চা চলছে, কি এই রাইসিন? আসলে এই রাইসিনের সঙ্গে বাঙালি অতি পরিচিত। ত্বকের সমস্যায় ব্যবহৃত ক্যাস্টর বীজ থেকেই পাওয়া যায় এই বিষাক্ত রাইসিন। ক্যাস্টর বীজ থেকে বের করা তেল ব্যবহার হয় ত্বকের জন্য। এই ক্যাস্টর অয়েলকে বাঙালি চেনে রেড়ির তেল নামে। মূলত ভারত, চিন এবং ব্রাজিলে ক্যাস্টর অয়েল তৈরি হয়। ক্যাস্টর গাছও খুবই সহজলভ্য। তেল বের করে নেওয়ার পর বীজের বাকি থাকা অংশ থেকেই মেলে রাইসিন। প্রত্যেক বীজে ১ থেকে ৫ শতাংশ রাইসিন থাকে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

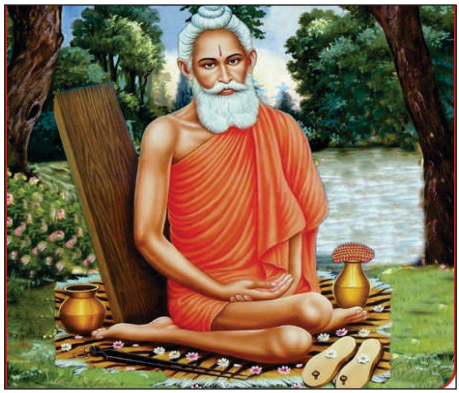

ঘটার পর সেটাকে এমন একটি সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেটি কিনা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

তাই মানুষ একমাত্র ভরসা করে ভগবানকে, এই মানুষ তার কর্মক্ষমতা আর ত্যাগ কারনে জগতে ঈশ্বর হয়ে ওঠেন!রণে বনে জলে জঙ্গলে যেখানে বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিবে আমি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করল হাই কোর্ট,

বলেন, "কেউ দলত্যাগ করলে পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে যান। আমিও তাই করেছি। সিপিএম, কংগ্রেস তাদের বিধায়কদের রক্ষা করতে পারেনি। এটা আমাদের জয়।" হাই কোর্টের নির্দেশ পর মুখ খুলেছে তৃণমূলও। আদালতের রায়ের বিরোধিতা করা যায় না জানিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুকে বিঁধে বলেন, "মুকুলদা অসুস্থ রয়েছেন। সুস্থতা কামনা করি। কিন্তু শুভেন্দুর রাজনৈতিক দ্বিচারিতা প্রকাশ পেয়েছে। নিজের বাবা-ভাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁর দলত্যাগ বিরোধী আইনের কথা মনে পড়ে না।"

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের নভেম্বরে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূলের তৎকালীন সর্বভারতীয় সম্পাদক মুকুল রায়। কয়েকবছর পর তাঁর ছেলে শুভ্রাংশুও দলবদল করেন। ২০২০ সালে দলের হয়ে ভাল কাজ করার পুরস্কার হিসেবে বিজেপিতে সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির দায়িত্ব পান মুকুল। একুশের বিধানসভা ভোটে প্রায় প্রচার ছাড়াই কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে বড় ব্যবধানে জেতেন মুকুল রায়। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের পরপরই তিনি নিজের পুরনো দল তৃণমূলে ফিরে যান। ২০২১ সালের ১১ জুন তৃণমূল ভবনে তৃণমূলের উত্তরীয় পরে সাংবাদিক সম্মেলনও করেছিলেন তিনি।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

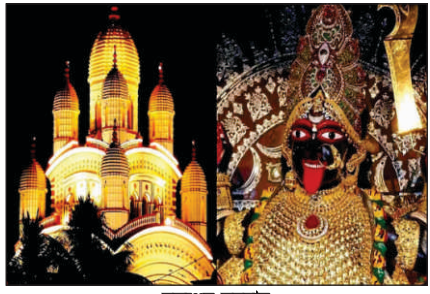

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দেবীর কানে শিশু-শবের কুণ্ডল। পায়ের কাছে মনুষ্যদেহ, সম্ভবত জীবন্ত। এছাড়া মন্দির ভাস্কর্যের কুলুঙ্গিতে শিবলিঙ্গ; যা চামুণ্ডাকালীর সঙ্গে শিবের সংযোগের আদি রূপকল্পনা সূচিত করে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

গঙ্গাসাগর স্নানেই জীবনের মোক্ষ লাভ

ঈশানী মল্লিক :

(সপ্তম পর্ব)

পবিত্র স্নান শুরু করতে পারেন। কপিল মুনি মন্দিরে, পবিত্র স্নানের পর সকালের আরতি অনুষ্ঠিত হয়, সাধারণত সন্ধ্যা ৭:০০ টার দিকে। মেলায় প্রবেশ বা আচার-অনুষ্ঠান করার জন্য কোনও প্রবেশ মূল্য নেই। কপিল মুনি মন্দিরে, প্রতিদিন আরতি এবং পূজা করা হয়, পবিত্র স্নানের পর সকালে মূল আচার-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায়, হাজার হাজার প্রদীপের আলোয় সমুদ্র সৈকত আলোকিত হয়, যা প্রতিটি ভক্তের জন্য একটি ঐশ্বরিক দৃশ্য তৈরি করে।

বৈতরণী পার:

গরুড় পুরাণের ৪৭তম অধ্যায়ে বৈতরণী নদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই নদী জীবজগৎ ও মরজগতের মধ্যবর্তী সম্পর্কস্বরূপ। পুরাণে বলা হয়েছে, মৃতের আত্মারা এই নদী পার করে তবেই স্বর্গে পৌঁছন আর যারা কারও প্রতি কখনও সদয় হয়নি বা অন্যদের সাহায্য করেননি তাদের আত্মা এই নদী পেরোতে পারে না এবং নরকের অতল গহ্বরে পতিত হয়। কিন্তু সেইসব অসহায় আত্মা গরুর লেজ ধরে এই নদী পার হতে পারে। সেইকারণে মকর সংক্রান্তির দিন, অসংখ্য মানুষ সাগর পাড়ে ভিড় করেন গরুর লেজ ধরে 'বৈতরণী পার' আচার পালন করবার জন্য।

মকর সংক্রান্তির শুভ সময়ে প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলা উদযাপিত হয়। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, সংক্রান্তি হল সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে স্থানান্তরের সময়কাল। হিন্দু পত্রিকা অনুযায়ী, মকর সংক্রান্তি শুরু হয় যখন সূর্যদেব মকর রাশিতে প্রবেশ করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যের এই স্থানান্তরের এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে কারণ মকর হল শনির ঘর এবং শনি (সূর্যদেবের পুত্র) ও সূর্য দুজনে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু মকর সংক্রান্তির সময়, সূর্য নিজের ছেলের প্রতি রাগ ভুলে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিস্তার করে। সেই কারণেই মকর সংক্রান্তির এই সময়কালকে শুভ সময় বলে চিহ্নিত করা হয়। মকর সংক্রান্তির সময় শীত ঋতুর সমাপ্তি ঘটে এবং ফসল কাটার মরসুমের সূচনা হয়। সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকেরা এই সময় নিজেদের জমি,গবাদি পশু ও সরঞ্জামেরও বিধিবৎ পূজা করে। হিন্দু সংস্কৃতিতে এই সময়কালকে অশুভ সময়ের শেষে নতুন এক শুভ সময়ের সূত্রপাত বলে মনে করা হয়।

এই সময় আবহাওয়া ক্রমে মনোরম হতে থাকে। মকর সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয় উত্তরায়ণ। এই সময় দিন ক্রমে দীর্ঘ হতে থাকে এবং রাত ছোট হতে থাকে। বৈদিক যুগ থেকেই সূর্যের গতিপথ চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী জ্যোতিষবিদ্যা অনুশীলন করা হয়ে আসছে যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

এই সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎসব পালনের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যও প্রস্তুত করা হয়। তিল এবং গুড় দিয়ে বিভিন্ন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয়। তবে এই উদযাপন শুধুমাত্র খাদ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির একটি আবশ্যিক অঙ্গ ঘুড়ি ওড়ানো। মূলত উত্তর

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসী	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

বিস্ফোরণের ছায়ায় ভারত: শিক্ষিত জঙ্গিদের জন্মভূমি?

ঈশানী মল্লিক

দিল্লির লালকেল্লা— দেশের স্বাধীনতার প্রতীক, ভারতের আত্মমর্যাদার প্রতিধ্বনি। সেই ঐতিহাসিক প্রাচীরে যখন বিস্ফোরণের ধোঁয়া উঠে, তখন শুধু ইট-পাথর কাঁপে না, কেঁপে ওঠে গোটা জাতির বিবেক। তারপর তেলেঙ্গানায় একই রকম বিস্ফোরণ। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দেশের দুই প্রান্তে সন্ত্রাসের ছায়া— এক ভয়ঙ্কর বার্তা: ভারত এখন আর নিরাপদ নয়। আজ আবারও দিল্লিতে বিস্ফোরণ।কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে গোটা দেশে হাই অ্যালার্ট। কিন্তু সতর্কতা কি যথেষ্ট? নাকি আমরা ইতিমধ্যেই এমন এক পথ ধরে হেঁটে পড়েছি, যেখান থেকে ফেরার রাস্তা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে?

বছরের পর বছর ধরে আমরা শুনে আসছি "নতুন ভারত", "উন্নয়নের ভারত", "ডিজিটাল ভারত"— কিন্তু সেই ভারতের বুকেই এখন আগুন জ্বলছে অন্য এক যুদ্ধের। সেটা সীমানার বাইরে নয়, ভিতরের।

এবারের বিস্ফোরণ শুধুই নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতা নয়, সমাজের গভীরে পচনের ইঙ্গিত।

শিক্ষিত মুখোশের আড়ালে অন্ধকার চিন্তাধারা

যখন শিক্ষিত মানুষ বেছে নিচ্ছে ধ্বংসের পথ

বিস্ফোরণ বা জঙ্গি হামলার খবর নতুন নয়। কিন্তু এই ঘটনার মূলে থাকা মুখগুলো এখন ভয় ধরাচ্ছে।

একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন চিকিৎসক, কেউবা তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ— এঁরা সবাই সমাজের "সফল" মানুষ। অথচ সেই শিক্ষিত মনই যখন ক্যালকুলেটরের জায়গায় বোমা টাইমার ধরে, তখন প্রশ্ন উঠবেই —

এই শিক্ষা কি কেবল অন্ধ বুদ্ধির জন্ম দিচ্ছে?

বছর দশেক আগেও সন্ত্রাসবাদ মানে ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ধর্মীয় বিভ্রম। কিন্তু আজকের জঙ্গি বেছে নিচ্ছে ল্যাবরেটরি, বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রযুক্তি সংস্থা থেকে।

চিকিৎসক থেকে ইঞ্জিনিয়ার— এরা কেন দেশবিরোধী পথে যাচ্ছে?

এ প্রশ্নের উত্তর কেবল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক নয়, গভীর সামাজিক এবং মানসিকও।

বই শেখাচ্ছে প্রযুক্তি, কিন্তু শেখাচ্ছে না সহমর্মিতা। ফলে হতাশ, রুষ্ট, বিভ্রান্ত যুবসমাজের একাংশ হয়ে উঠছে সমাজের শত্রু।

দেশবিরোধিতা না কি হতাশার বিস্ফোরণ?

শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরেই লুকিয়ে আছে উত্তর

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আজ এক অনন্ত প্রতিযোগিতার কারখানা।

স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে চাকরি— সব জায়গায় লক্ষ্য একটাই: সাফল্য। কিন্তু সেই সাফল্য মানেই অর্থ, পদ, প্রভাব— মানুষ নয়।

ফলত আমরা তৈরি করছি রোবটের মতো যুবক-যুবতী, যাদের আছে জ্ঞান, কিন্তু নেই মমতা। আছে প্রযুক্তি, কিন্তু নেই ত্যাগের বোধ।

এই শূন্যতাই জন্ম দিচ্ছে হতাশার। আর হতাশা থেকেই আসে বিদ্রোহ।

একটা সমাজ যখন মানুষের ভিতরে স্বপ্ন জাগাতে ব্যর্থ হয়, তখন সেই শূন্যস্থান পূরণ করে ঘৃণা, বিভ্রম, প্রতিশোধের মতাদর্শ।

এভাবেই শিক্ষিত যুবক হয়ে ওঠে জঙ্গি— মাথায় বইয়ের বদলে বোমা, হাতে স্টেথোস্কোপ নয়, অস্ত্র।

ধর্ম নয়, ব্যবহার হচ্ছে মানসিক দুর্বলতা

প্রতিটি জঙ্গির গল্প আলাদা, কিন্তু তাদের মগজধোলাইয়ের পদ্ধতি এক।

প্রথমে আসে অন্যায়ের বোধ— "আমাদের সঙ্গে সমাজ আচরণ করছে অন্যায়ভাবে।"

তারপর আসে পরিচয়ের রাজনীতি— "তুমি আমাদের দলের, ধর্মের, জাতির।"

শেষ ধাপে আসে অস্ত্রের আহ্বান— "তোমার লড়াই ন্যায্য, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নাও।"

এই প্রক্রিয়ায় ধর্ম কেবল আড়াল। আসল কাজ চলে মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া।

যুবক বা যুবতী যখন নিজেকে সমাজের বাইরে, অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যাত বলে ভাবে— তখন সে সহজেই প্ররোচিত হয়।

আজকের সন্ত্রাসবাদ তাই কেবল বোমা-গোলার লড়াই নয়; এটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ।

শত্রু এখন আমাদের চারপাশে নয়, আমাদের ভিতরে।

রাষ্ট্রের ব্যর্থতা নাকি সমাজের উদাসীনতা?

রাষ্ট্রের কাজ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, কিন্তু মানুষের মন রক্ষা করার দায় তার একার নয়।

আমরা সমাজ হিসেবে কতটা সচেতন?

যখন কোনো প্রতিবেশী ছেলে হঠাৎ একা হয়ে যায়, ধর্মীয় চরমপন্থী ভিডিও দেখে, বা সোশ্যাল মিডিয়ায় উগ্র বার্তা ছড়ায়— আমরা কতজন সতর্ক হই?

আমরা দেখি, কিন্তু উপেক্ষা করি। বলি, "আমার কী!"

এই "আমার কী"-ই আজকের ভারতের সবচেয়ে বিপজ্জনক রোগ।

যখন নাগরিক সমাজ উদাসীন, তখন রাষ্ট্র যত শক্তিশালীই হোক, জঙ্গি মনোবৃত্তিকে আটকানো যায় না।

কারণ, বিস্ফোরণ ঘটার আগেই সমাজের ভিতরে বিস্ফোরিত হয় সহানুভূতির অভাব।

সোশ্যাল মিডিয়ার 'ভার্চুয়াল জিহাদ'

একসময় জঙ্গিদের নিয়োগ হতো সীমান্ত পারের শিবিরে। এখন সেটা হচ্ছে ইন্টারনেটের অন্ধকারে।

'ডার্ক ওয়েব', 'এনক্রিপ্টেড চ্যানেল', 'অনলাইন ফোরাম'— এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ছে ভার্চুয়াল জিহাদ।

একটি মোবাইল ফোন, কিছু হতাশা, আর কয়েকটি বিভ্রান্তিকর বার্তা— এতেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে নতুন সৈনিক।

অ্যালগরিদম জানে তোমার রাগ, জানে তোমার দুর্বলতা। সেই তথ্য ব্যবহার করে একের পর এক প্রোপাগান্ডা ভিডিও, পোস্ট, এবং "ভ্রান্ত নায়ক"-এর কাহিনী ঢেলে দেওয়া হচ্ছে।

যুবক ভাবে, "আমি বঞ্চিত, আমি প্রতিশোধ নেব"— এই চিন্তাটাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

জঙ্গিদের দেশ নয়, 'মানুষের ভারত' গড়া দরকার

প্রশ্ন উঠছে— এই ধারার শেষ কোথায়?

আমরা কি এমন এক ভারতের দিকে এগোচ্ছি, যেখানে শিক্ষা সন্ত্রাসের জন্ম দেয়, আর প্রযুক্তি হয় হত্যার হাতিয়ার?

যদি তা-ই হয়, তবে সেটাই হবে ভারতের আত্মহত্যা।

কিন্তু এখনো দেরি হয়নি।

এই যুদ্ধের উত্তর অস্ত্রে নয়, মমতায়।

পুলিশের হাতে বন্দুক থাকবে, কিন্তু শিক্ষকের হাতে থাকতে হবে বিবেকের আলো।

যে স্কুলে শিশু সহাবস্থানের পাঠ পায়, সে বড় হয়ে কখনও ঘৃণার রাজনীতি করবে না।

যে পরিবারে কথোপকথন বাঁচে, সেখানে হতাশা জন্মায় না।

আর যে সমাজ প্রশ্ন করে, সেখানে চরমপন্থার সুযোগ থাকে না।

সমাধান কী?

১. মানবিক শিক্ষা পুনর্গঠন — নৈতিকতা, নাগরিকতা, সহমর্মিতা ও বৈচিত্র্যের পাঠ স্কুল পর্যায়েই বাধ্যতামূলক করা উচিত।

২. মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা — হতাশা, বেকারত্ব, একাকিত্বের সমস্যাগুলোকে প্রশাসন ও সমাজ মিলে গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. সোশ্যাল মিডিয়া নজরদারি ও দায়িত্বশীলতা — টেক কোম্পানিগুলিকে বাধ্য করতে হবে ঘৃণাত্মক কনটেন্ট দ্রুত সরাতে।

৪. ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা — মন্দির, মসজিদ, গির্জা— সব জায়গায় শান্তি ও সহনশীলতার বার্তা পৌঁছানো হোক।

৫. নাগরিক সচেতনতা — প্রতিবেশী, সহকর্মী বা ছাত্রদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তন দেখলে সতর্ক হতে হবে, সংলাপ শুরু করতে হবে।

এই পাঁচটি স্তম্ভেই লুকিয়ে আছে ভারতের আত্মরক্ষা।

বিস্ফোরণের পর নয়, বিস্ফোরণের আগে জেগে ওঠা জরুরি

দিল্লির লালকেল্লা হোক বা তেলেঙ্গানার শহর— প্রতিটি বিস্ফোরণ আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, এই আগুন কেবল বোমায় নয়, মনের ভিতরেও জ্বলছে।

যদি এখনই তাকে নেভানো না যায়, তবে একদিন শিক্ষা, প্রযুক্তি, ধর্ম— সবকিছুই হারিয়ে যাবে ঘৃণার আগুনে।

ভারত কোনো জঙ্গির দেশ হতে পারে না, হতে দেওয়াও যাবে না।

এই মাটির ভিতরেই রক্তের সঙ্গে মিশে আছে মানবতা, সহাবস্থান ও করুণার ইতিহাস।

তাই আজই সময়— নতুন করে জেগে ওঠার, নতুন করে শেখার।

কারণ, যদি আমরা মানুষ হতে ভুলে যাই, তবে স্বাধীনতার প্রতীক লালকেল্লাও একদিন নিছক ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে।

এই যুদ্ধ অস্ত্রের নয়, অন্তরের। আর এই যুদ্ধের বিজয়ী হবে তখনই, যখন আমরা সবাই মিলে বলব— "ঘৃণার নয়, ভালোবাসার ভারত চাই।"

ভারতে বারবার বিস্ফোরণ: ২০ বছরের রক্তাক্ত ইতিহাস

ভারতে গত ২০ বছরে অন্তত ১৪ বার ঘটেছে বড় বিস্ফোরণের ঘটনা। এতে রক্তাক্ত হয়েছে রাজপথ, প্রাণ হারিয়েছেন এক হাজারের বেশি মানুষ। এসব হামলার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ২০০৬ সালের মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণ, যাতে দুই শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। সর্বশেষ ঘটনা ঘটেছে গত সোমবার নয়াদিল্লির লাল কেল্লার কাছে। সেখানে একটি গাড়ি বিস্ফোরণে অন্তত নয়জন নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনার বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি। তবে বিস্ফোরণের পর ভারতীয় রাজধানীজুড়ে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

নিচে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতে সংঘটিত বড় কয়েকটি বিস্ফোরণের সময়রেখা তুলে ধরা হলো—

১. দিল্লি (২৯ অক্টোবর ২০০৫)
দীপাবলির আগে ভারতীয় রাজধানীর বাজারগুলোতে একাধিক সিরিজ বিস্ফোরণে ৭০ জন নিহত ও ২৫০ জন আহত হন। হামলার পেছনে লস্কর-ই-তৈয়্যবা জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়।

২. বারাণসী, উত্তর প্রদেশ (৭ মার্চ ২০০৬)
মন্দির ও রেলস্টেশনে সমন্বিত হামলায় ২৮ জন নিহত ও শতাধিক আহত হন।

৩. মুম্বাই, মহারাষ্ট্র (১১ জুলাই ২০০৬)
শহরের লোকাল ট্রেনে সাতটি বোমা বিস্ফোরণে ২০৯ জন নিহত ও ৭০০-র বেশি আহত হন। এটি ছিল ভারতের ইতিহাসে অন্যতম রক্তাক্ত সন্ত্রাসী হামলা।

৪. মালেগাঁও, মহারাষ্ট্র (৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬)
মসজিদের বাইরে বোমা বিস্ফোরণে ৪০ জন নিহত ও ১২৫ জন আহত হন। এই ঘটনায় এসআইএমআই নামে একটি সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়।

৫. সমঝৌতা এক্সপ্রেস, হরিয়ানা (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)
ভারত-পাকিস্তান সীমান্তগামী ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণে ৭০ জন নিহত হন। পরে তদন্তে হিন্দু চরমপন্থিদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়।

৬. হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা (১৮ মে ২০০৭)
মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে ১৬ জন নিহত হন, আহত হন শতাধিক মানুষ।

৭. হায়দ্রাবাদ (২৫ আগস্ট ২০০৭)
শহরের লাম্বিনি পার্ক ও গোকুল চ্যাট রেস্তোরাঁয় বিস্ফোরণে ৪২ জন নিহত হন।

৮. জয়পুর, রাজস্থান (১৩ মে ২০০৮)
শহরের বিভিন্ন স্থানে ৯টি সমন্বিত বোমা বিস্ফোরণে ৭১ জনের মৃত্যু হয়।

৯. আহমেদাবাদ, গুজরাট (২৬ জুলাই ২০০৮) মাত্র ৭০ মিনিটে ১৭টি সিরিজ বিস্ফোরণে ৫৬ জন নিহত হন।

১০. দিল্লি (১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
শহরের বাজার এলাকায় পাঁচটি বোমা বিস্ফোরণে ৩৩ জন নিহত হন।

১১. মুম্বাই, মহারাষ্ট্র (২৬ নভেম্বর ২০০৮)
২৬/১১ হামলায় বন্দুকধারী ও বিস্ফোরণে ১৭১ জন নিহত হন; এই হামলার পরিকল্পনা করেছিল লস্কর-ই-তৈয়্যবা।

সিনেমার খবর

জন্মদিনে শাহরুখের হাতে নতুন ঘড়ি, উপহার দিলেন কে?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সদ্যই ৬০ বছর বয়সে পা দিয়েছেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। আর সেদিনই কিং সিনেমার টিজারে ভক্তদের চমকে দিয়েছেন তিনি। তাকে দেখে কে বলবে, যে তার ৬০ বছর হয়েছে! তবে সেদিন শুধুই টিজারে চমক দেখাননি শাহরুখ। বরং অনুরাগীরা লক্ষ্য করেছেন শাহরুখের বাম হাতের কব্জির ঝকমকে ঘড়িটাও! যা কিনা শাহরুখের কিং লুক আরও বেশি ঝকঝকে করে তুলেছিল।

সাজগোজের ব্যাপারে শাহরুখের স্টাইলিং মোটামুটি নির্দেশনা দেন তার স্ত্রী গৌরী খান। কোন পার্টিতে কী পরবেন, তাও ঠিক করে দেন গৌরী। শাহরুখকে জিজ্ঞাসা করলে, তার স্পষ্ট জবাব, গৌরীই জানেন, শাহরুখের পছন্দটা ঠিক কেমন।

এবারের জন্মদিনে ভক্তদের সঙ্গে একটা স্পেশাল মুহূর্ত কাটান বাদশা খান। যেখানে তাকে দেখা গিয়েছিল ক্রিম রঙের জ্যাকেট, কালো রঙের শার্ট, জিনস প্যান্ট। মাথায় কালো রঙের বান্ডানা। তবে পোশাক ছাড়াও এবার নজর কাড়ল শাহরুখের কব্জির ঘড়ি। যার ডায়ালে রয়েছে নীলা পাথর এবং স্টিল। রোমান স্টাইলেই সেজে উঠেছে ঘড়ির ভেতরটা। রয়েছে একটি ক্রাউনও। ঘড়িটা যেন তৈরিই হয়েছে কিং খানের হাতে সেজে ওঠার জন্য।

কত দাম শাহরুখের এই হাতঘড়ির?

কারটিয়ের কোম্পানির সানটোস স্কেলেটন আরইএফ ঘড়িটি একেবারে নতুন এসেছে বাজারে। এই যন্ত্রপাতি উন্নতমানের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গথিক লুককে স্পষ্ট করে তোলে। ৩৯.৮ মিলি মিটার ডায়ালের এই ঘড়িটির দাম ৩২.৬ লাখ টাকা। তবে এই ধরনের ঘড়ি শাহরুখের কাছে রয়েছে প্রচুর। তবে সূত্র বলছে, এক বিশেষ মানুষের কাছ থেকে এটি উপহার পেয়েছেন শাহরুখ। সেই কারণেই জন্মদিনে এটা পরেই ইভেন্টে এসেছিলেন বলিউড বাদশা।

গোবিন্দার 'পরকীয়া' নিয়ে মুখ খুললেন তার স্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা এবং বিজয় দেবেরাকোণ্ডার বাগদানকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল জোর চর্চা। তবে অভিনেত্রী এ বিষয়ে মুখ খুলেননি। সম্প্রতি তার নতুন সিনেমা 'গার্লফ্রেন্ড' প্রচারের জন্য জগপতিবাবুর টক শো-এ হাজির হওয়া রাশমিকা প্রথমবারের মতো তাঁর আঙুলের বাগদানের আংটি প্রদর্শন করলেন।

শো-এর প্রোমোতে দেখা যায়, রাশমিকাকে বারবার বিজয় দেবেরাকোণ্ডার নাম নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছিল। এ সময় হঠাৎ আংটি দেখান অভিনেত্রী। জগপতিবাবু প্রশ্ন করেন, বিজয় শুধুই বন্ধু নাকি সাফল্যের মালিক? জবাবে রাশমিকা হাসি দিয়ে সংজ্ঞাহীন রয়ে গেলেন।

রাশমিকা আঙুলের আংটির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'আমার আঙুলের সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে একটি আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং তার পিছনে একটি বিশেষ ইতিহাস রয়েছে।'

সূত্রের খবর, সম্প্রতি রাশমিকা ও বিজয় পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাগদানের আংটিবদল সম্পন্ন করেছেন। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল বিজয়ের বাড়িতে, যেখানে পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠজনরা উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, তারা আগামী বছরের শুরুতেই বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছেন।

মাধুরীর শো দেখতে গিয়ে বিরক্ত দর্শক, টাকা ফেরতের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যেই মাধুরী দীক্ষিতকে দেখতে ভক্ত-অনুরাগী তথা দর্শক মুখিয়ে থাকেন, এবার তার ওপরেই বিরক্ত তারা। শুধু বিরক্তই নয়, বরং টিকিটের টাকা পর্যন্ত ফেরতের দাবি উঠেছে। সম্প্রতি কানাডায় শো করতে গিয়ে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন অভিনেত্রী।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শোয়ের বেশকিছু ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, অভিনেত্রীর অনুরাগীরা ক্ষোভে ফুঁসছেন। অভিযোগ, তিন ঘণ্টা দর্শককে বসিয়ে রেখেছেন মাধুরী। বেশ মোটা টাকা দিয়ে টিকিট কেটেও কেন এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষুব্ধ দর্শক।

কাঠগড়ায় মাধুরীর কানাডা কনসার্টের উদ্যোক্তারাও।

গোটা অনুষ্ঠানেই চরম বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তোলা হয়েছে। কেউ লিখেছেন, টাকা নষ্ট, সময় নষ্ট। কেউবা বললেন, কনসার্টের বিজ্ঞাপনে তো কোথাও লেখা ছিল না যে ২ সেকেন্ড করে এক একটা করে গানে মাধুরী নাচবেন আর মাঝেমধ্যে গল্প করবেন, এটা কী রকম শো! কেউ কেউ আবার আরও বিরক্তি প্রকাশ করে লেখেন, অত্যন্ত খারাপ শো, টিকিটের টাকা ফেরানো হোক। এমন নানা কটূক্তি এখন সমাজমাধ্যমে ঘুরছে। যদিও এই প্রসঙ্গে মাধুরীর পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বিশ্বকাপে খেলতে নেইমারকে যে শর্ত দিলেন আনচেলত্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসছে নভেম্বরে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। ম্যাচ দুটিকে সামনে রেখে সেলেসাওদের ২৬ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। এবারও জাতীয় দলে জায়গা হয়নি ব্রাজিলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা নেইমার জুনিয়রের। আগামী ২০২৬ বিশ্বকাপে তাকে খেলতে হলে পুরোপুরি ফিট থাকতে হবে এমনটাই জানিয়েছেন আনচেলত্তি।

সেনেগাল ও তিউনিসিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের দল ঘোষণার সময় নেইমার প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমন ইঙ্গিত দেন তিনি।

আনচেলত্তি বলেন, আমি নেইমারের সঙ্গে আবার কথা বলেছি। দেখা যাক, চোট থেকে কবে ফিরতে পারে। পুরো বিশ্বকাপ খেলতে হলে খেলোয়াড়ের উচ্চমাত্রার শারীরিক প্রস্তুতি থাকা জরুরি। আমি কোনো খেলোয়াড়কে দলে নেব না, যদি সে পুরোপুরি ফিট না থাকে।

তিনি বলেন, আমাদের দলে এমন খেলোয়াড় দরকার যারা সর্বোচ্চ শারীরিক ফিট অবস্থায় থাকবে। নেইমারকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই, সবাই জানে সে কেমন খেলোয়াড়। কিন্তু জাতীয় দলে ফেরার আগে তাকে ফিট হতে হবে। ভালো শারীরিক অবস্থায় না থাকলে সে দলকে সাহায্য করতে পারবে না।

নেইমারের অনুপস্থিতিতে এবার ব্রাজিল দলে জায়গা পেয়েছেন বেশ কয়েকজন নতুন মুখ। কাতার বিশ্বকাপের পর প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন ফ্যাবিনিও। বায়ারহিয়ার ডিফেন্ডার লুসিয়ানো জুবা ও পালমেইরাসের তরুণ ফরোয়ার্ড ভিতোর রোকে, তারাও আছেন আনচেলত্তির ঘোষিত দলে।

নতুনদের নিয়ে আশাবাদী ব্রাজিল কোচ বলেন, আমি এই ম্যাচগুলোতে নতুন কিছু খেলোয়াড়কে পর্যবেক্ষণ করতে চাই। ফ্যাবিনিও, লুসিয়ানো জুবা, ভিতোর রোকে ওরা সবাই দারুণ মৌসুম কাটাচ্ছে। এবার আমাদের দলে ব্রাসিলেইরাও থেকে সাতজন খেলোয়াড় আছে, যা লিগটির মানের প্রমাণ। এই দুই ম্যাচে আমরা জাতীয় দলের জন্য আরও স্থিতিশীল একটি ভিত্তি গড়ে তুলতে চাই।

এবারের ফিফা উইন্ডোতে ব্রাজিলের সবগুলো প্রতিপক্ষ আফ্রিকান দেশ। ১৫ নভেম্বর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে সেনেগালের বিপক্ষে খেলবে আনচেলত্তির দল। এর তিনদিন পর (১৮ নভেম্বর) তিউনিসিয়ার সঙ্গে লড়বে তারা। এই দুটি দেশই আফ্রিকা মহাদেশের বাছাই থেকে ২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্ব নিশ্চিত করেছে। আসন্ন বিশ্বকাপকে সামনে রেখে আফ্রিকান দলের বিপক্ষে খেলোয়াড়দের মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দিতে সাজানো হয়েছে এই সূচি।

চোটে বিগ ব্যাশ থেকে ছিটকে গেলেন অশ্বিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিগ ব্যাশে নাম লেখালেও চোটের কারণে খেলা হচ্ছে না রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। সিডনি থান্ডারের হয়ে বিগব্যাশে অশ্বিনের অভিষেকটাও তাই আটকে গেল। হাঁটুর অস্ত্রোপচারের কারণে ছিটকে গেছেন ভারতের এই কিংবদন্তি স্পিনার।

বিগব্যাশে খেলার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় ভীষণ মন খারাপ হয়েছে অশ্বিনের। খেলতে পারলে তিনিই হতেন বিগব্যাশে খেলা প্রথম ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটার।

ইনস্টাগ্রামে থান্ডার সমর্থকদের উদ্দেশে একটি চিঠি প্রকাশ করেছেন অশ্বিন। যেখানে তিনি জানিয়েছেন, চেন্নাইয়ে অনুশীলনের সময় হাঁটুতে চোট পেয়েছেন তিনি। সেরে উঠতে তাকে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। ফলে ডিসেম্বরের ১৪ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলা এই টুর্নামেন্টে তিনি খেলতে পারবেন না।

এ বছরে শুরুতে আইপিএল থেকে অবসর নেওয়ায় বিদেশি লিগে খেলার সুযোগ তৈরি হয় অশ্বিনের। তাই বিগব্যাশের পুরো মৌসুমে থান্ডারের হয়ে খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি।

থান্ডারের বিবৃতিতে অশ্বিন বলেছেন, বিবিএল (বিগব্যাশ লিগ) ১৫ মিস করতে হচ্ছে বলে আমি ভীষণ হতাশ। এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য পুনর্বাসন এবং আরও শক্তভাবে ফিরে আসা। থান্ডার পরিবারের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

অশ্বিনের অনুপস্থিতি পুরো বিগব্যাশের জন্যও বড় ধাক্কা। থান্ডারের সঙ্গে চুক্তির আগে থেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও টড গ্রিনবার্গ এবং বিবিএল প্রধান অ্যালিস্টার ডবসন।

এখন থান্ডারের সুযোগ আছে অশ্বিনের বিকল্প হিসেবে খেলোয়াড় সই করানোর। যদিও তাদের স্পিন বিভাগ ইতিমধ্যেই বেশ শক্তিশালী। ক্রিস গ্রিন, তানভির সাঙ্গা, পাকিস্তানের শাদাব খান ও টম অ্যান্ড্রুজ রয়েছেন তাদের দলে।

৩ বছর পর ব্রাজিল দলে ফিরলেন ফাবিনিয়ো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি সোমবার ২৬ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন, যেখানে তিন বছর পর দলে ফিরেছেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ফাবিনিয়ো। এছাড়া জাতীয় দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন লুচানো জোবা।

ফাবিনিয়োর পাশাপাশি ২০ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ভিতো হকেও দলে ফিরেছেন। জাতীয় দলের হয়ে হক ২০২৩ সালে মাত্র এক ম্যাচ খেলেছেন।

গত মাসে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিপক্ষে স্কোয়াডে থাকা কয়েকজন খেলোয়াড় চোট বা অন্যান্য কারণে স্কোয়াডে নেই। তাদের মধ্যে আছেন গোলরক্ষক আলিসন, ফরোয়ার্ড নেইমার, রাফিনিয়াসহ কয়েকজন।

ব্রাজিল আগামী ১৫ নভেম্বর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে সেনেগালের এবং ১৮ নভেম্বর ফ্রান্সের লিলে তিউনিসিয়ার মুখোমুখি হবে। এই ম্যাচগুলো ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে।

ব্রাজিলের স্কোয়াড:

গোলরক্ষক: বেস্তো, এডারসন, উগো সোসা

ডিফেন্ডার: আলেক্স সান্দ্রো, কাইয়ো এনরিকে, দানিলো, এদের মিলিতাও, ফাব্রিসিও ব্রুনো, গ্যাব্রিয়েল মাগালিয়াইস, লুসিয়ানো জোবা, পাওলো এনরিক, মারকুইনহোস, ওয়েজলি

মিডফিল্ডার: আন্দ্রে, ব্রুনো গিমারাইস, ক্যাসেমিরো, ফ্যাবিনহো, লুকাস পাকেতা

ফরোয়ার্ড: এস্তেভাও উইলিয়ান, জোয়াও পেদ্রো, লুইস এনরিকে, ম্যাথিউস কুনহা, রিচার্লিসন, রদ্রিগো, ভিনিসিউস জুনিয়র, ভিটর রোকো

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR